প্যারী। ভাল ক'রেই ত এনেছি। ভাল চামড়া দিয়ে—

রাজনারায়ণ। (অপ্রত্যাশিতভাবে ধমক দিয়া) এর নাম ভাল বাঁধান নাকি? একে ভাল বাঁধান বল তুমি! দত্ত বংশের ছেলে তুমি!

হতভম্ব প্যারী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন

কি বই জান তুমি এথানা! এ ব'য়ের দাম কত ধারণা আছে তোমার?

প্যারী। এটা ত মধুর ক্যাপটীভ্ লেডি—

রাজনারায়ণ। (উচ্চকণ্ঠে) হ্যাঁ হ্যাঁ, মধুর ক্যাপটিভ্ লেডি! এমন ক'রে বাঁধিয়ে এনেছ কেন তা'হলে! ইডিয়ট্ কোথাকার!

প্যারী। এর চেয়ে আর কি রকম ভাল বাঁধান হবে! চামড়া দিয়ে ত—

রাজনারায়ণ। (প্রায় চীৎকার করিয়া) চামড়া—চামড়া—চামড়া। ভেলভেট বাজারে ছিল না? সোনা ছিল না? সোনার পাত দিয়ে আগাগোড়া মুড়ে আনলে না কেন? কে তোমাকে বারণ করেছিল!

প্যারী। (সভয়ে) আমি ভেবেছিলাম—

রাজনারায়ণ। (উত্তেজিত হইয়া) বেরিয়ে যাও—বেরিয়ে যাও আমার সামনে থেকে! তোমাদের মত অপদার্থের মুখ দেখতে চাই না আমি! বেরিয়ে যাও—

প্যারী তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেলেন

বাড়ীর সেরা ছেলেটা খৃষ্টান হয়ে গেল! রয়ে গেল হাঁদাগুলো!

নিকটস্থ টেবিলের উপর 'ক্যাপটিভ্ লেডি'-খানা রাখিয়া দিলেন ও আবার মদ খাইতে সুরু করিলেন। ভৃত্য রঘু আসিয়া প্রবেশ করিল।

রঘু। হুজুর, একজন মক্কেল এসেছে।

রাজনারায়ণ। এখন দেখা হবে না।

রঘু। বলছে জরুরি কাজ।

রাজনারায়ণ। তাড়িয়ে দে। প্যারী কোথা?

রঘু। বাইরের ঘরে বসে আছেন।

রাজনারায়ণ। পাঠিয়ে দে এখানে।

ভৃত্য চলিয়া গেল ও একটু পরেই প্যারীচরণ আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তিনি আসিতেই রাজনারায়ণ স-স্নেহে তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন।

রাগ করলি বাবা! রাগ করিস না—আয়—ব'স! তোরা ছাড়া যে এখন আমার কেউ নেই! (মদ্যপান করিলেন) কেউ নেই—কেউ নেই! মধুর বইটা পড়্‌ত একটু শুনি! পৃথ্বীরাজ-সংযুক্তার গল্পটা কি চমৎকার ক'রে লিখেছে! অদ্ভুত! পড় একটু শুনি।

প্যারী টেবিল হইতে বইটি লইয়া নিকটস্থ চেয়ারে উপবেশন করিলেন।

প্যারী। কোন্‌খান থেকে পড়ব?

রাজনারায়ণ। গোড়া থেকেই পড়্‌।

প্যারীচরণ পড়িতে লাগিলেন।

The star of eve is on the sky
But pale it shines and tremblingly,
As if the solitude around
So vast, so wild, without a bound
Hath in its softly throbbing breast
Awak'd some maiden fear, unrest!
But soon, soon will its radiant peers
Peep forth from out their deep-blue spheres,

And soon the lady-moon will rise
To bathe in silver earth and skies
The soft, pale silver of her pensive eyes.

রাজনারায়ণ। আচ্ছা প্যারী, মধু কোন চিঠিপত্র লেখে না কেন বল্ ত! তোকে লেখে?

প্যারী। আজ্ঞে না।

রাজনারায়ণ কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন।

রাজনারায়ণ। ওর বন্ধুবান্ধবদের কাউকে লেখে? খবর রাখিস্ কিছু!

প্যারী। কাউকেই লেখে না! কাল গৌরবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল—তিনি বললেন যে, দু'বচ্ছর কোন চিঠি পাননি তিনি।

রাজনারায়ণ। দু'বচ্ছর!

উঠিয়া পড়িলেন ও অস্থিরভাবে পদচারণ করিতে লাগিলেন। জাহ্নবীর ছবিখানার দিকে চাহিয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর গ্লাসে খানিকটা মদ ঢালিয়া এক নিঃশ্বাসে সেটা পান করিয়া ফেলিলেন।

দু'বচ্ছর চিঠি লেখেনি কাউকে! আমাকে চিঠি না লেখার মানে বুঝতে পারি। কিন্তু বন্ধুবান্ধবদের দু'বচ্ছর চিঠি না লেখার মানে কি! ওর ত সে রকম স্বভাব নয়!

প্যারীচরণ কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু রাজনারায়ণ তাহাকে থামাইয়া দিলেন

ব'লো না—ব'লো না—তোমার যা মনে হচ্ছে ব'লো না সে কথা। আমারও তাই মনে হচ্ছে—কিন্তু উচ্চারণ ক'রো না,—not a word! (মাথা নাড়িয়া) কিন্তু নাঃ—বিশ্বাস হয় না! জাহ্নবী মরবার সময়

বলে গেছে—মধু আবার ফিরে আসবে। সতী সাধ্বীর কথা মিথ্যে হতে পারে না।

কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন।

দু'বচ্ছর চিঠি লেখে নি! কাউকেই লেখে নি! আশ্চর্য্য ত! এক কাজ কর তুমি। পাল্‌কিটা নিয়ে এখনি বেরিয়ে যাও! গৌর ভোলানাথ ভূদেব বঙ্কু—সবাইকে ডেকে নিয়ে এসো—যাও—এখনি যাও—

প্যারী। এখন?

রাজনারায়ণ। হাঁ—immediately.

প্যারী। এত রাত্রে কি আসবে কেউ?

রাজনারায়ণ। Don't argue—যা বলছি কর! কেউ না কেউ আসবেই! I must have details—যাও!

নিরুপায় প্যারীচরণ চলিয়া গেলেন।
রাজনারায়ণ আবার সেই ছবিটার নিকট গিয়া একদৃষ্টে সেটার প্রতি তাকাইয়া রহিলেন।

কি! ছেলেকে নিয়ে নিয়েছ না কি! কিছুই বিচিত্র নয় তোমার পক্ষে—you jealous woman! তোমরা সব করতে পার!

রাজনারায়ণ যখন এইভাবে ছবির সহিত কথা কহিতেছিলেন তখন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে হরকামিনী—রাজনারায়ণের কনিষ্ঠতমা পত্নী—আসিয়া প্রবেশ করিলেন। অপরূপ সুন্দরী। বয়স ষোল-সতেরো হইবে। রাজনারায়ণ তাঁহার আগমন জানিতে পারিলেন না।

তোমরা সব করতে পার! দিব্যি ফেলে চলে গেলে ত আমাকে! অথচ যতদিন বেঁচে ছিলে আঁকড়ে ধরেছিলে—একদণ্ড ছাড়তে চাইতে না। কি তোমরা!

হরকামিনী। রান্না হয়ে গেছে—

রাজনারায়ণ। (হঠাৎ পিছনে ফিরিয়া) তুমি কখন এলে—এ ঘরে এলে কেন তুমি—মানা করে দিয়েছি না যে এ ঘরে কেউ আসবে না!

হরকামিনী। (শঙ্কিতভাবে) রান্না হয়ে গেছে—তুমি কখন খাবে তাই জানতে এসেছি।

রাজনারায়ণ। আমি খাব না এখন।

হরকামিনী। কিছুই খাবে না?

রাজনারায়ণ। না।

মদ্যপান করিতে লাগিলেন।

হরকামিনী। (সানুনয়ে) ওগুলো আর খেয়ো না—শুনেছি ওতে শরীর খুব খারাপ হয়ে যায়!

রাজনারায়ণ। আমিও শুনেছি—

হরকামিনী। তবু খাবে?

রাজনারায়ণ। সেই জন্যেই খাব

হরকামিনী নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন—

রাজনারায়ণ মদ্যপান করিতে লাগিলেন।

হরকামিনী। এমন ভাবে আত্মঘাতী হচ্ছ তুমি কোন্ দুঃখে?

রাজনারায়ণ। সে তোমরা কেউ বুঝবে না—এইটেই সব চেয়ে বড় দুঃখ!

পুনরায় মদ্যপান।

হরকামিনী। তোমায় পায়ে পড়ি, ও বিষগুলো আর তুমি খেয়ো না।

রাজনারায়ণ এ কথায় কর্ণপাত করিলেন না। মদ্যপান করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ মদ্যপান করিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন।